লাউ চাষে স্বচ্ছলতার ভরসা পাচ্ছেন চাষীরা

মেহেরপুরে মাচা পদ্ধতিতে দেশীয় জাতের লাউ চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন কৃষকরা। চলতি মৌসুমে তাপপ্রবাহের কারণে কিছুটা ফলন কম হলেও বাজারে ভালো দাম পাওয়ায় সন্তুষ্ট তারা। বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে উৎপাদন খরচের তুলনায় প্রায় তিনগুণ লাভের আশা করছেন চাষিরা।

জেলার বিভিন্ন মাঠে সবুজে ঘেরা মাচায় ঝুলছে শত শত লাউ। গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কৃষক বাবলু হোসেন প্রতি বছরের মতো এবারও অন্যান্য সবজির পাশাপাশি লাউ চাষ করেছেন। তিনি জানান, এবার দুই বিঘা জমিতে মাচা পদ্ধতিতে লাউয়ের আবাদ করেছেন। শুরু থেকেই সঠিক পরিচর্যা, উন্নত মাচা তৈরি, পরিমিত সার প্রয়োগ ও সেচ ব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষেতে ভালো ফলন এসেছে।

তিনি আরও বলেন, চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই লাউ বিক্রি শুরু হয়েছে। প্রতিটি লাউ পাইকারি বাজারে ২৫ থেকে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। সপ্তাহে তিন দিন প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০টি লাউ উত্তোলন করা যাচ্ছে। এক বিঘা জমিতে বাঁশের খুঁটি, তার, চারা ও জমি প্রস্তুতে খরচ হয় প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। তবে এই অবকাঠামো ব্যবহার করে একাধিক মৌসুমে চাষ করা সম্ভব। প্রতি বছর এক বিঘা জমি থেকে ১ থেকে দেড় লাখ টাকার লাউ বিক্রি করা যায় বলে জানান তিনি।

শুধু বাবলু হোসেন নন, জেলার বিভিন্ন এলাকায় অনেক কৃষকই এখন মাচা পদ্ধতিতে লাউ চাষে ঝুঁকছেন। কেউ কেউ একই জমিতে সাথী ফসল হিসেবে বরবটি, ধনিয়া, ঢেঁড়স, লালশাকসহ অন্যান্য সবজি চাষ করছেন, যা থেকে অতিরিক্ত আয় করা যাচ্ছে।

জুগিন্দা গ্রামের কৃষক ফয়জা জানান, তিনি এক বিঘা জমিতে লাউয়ের পাশাপাশি সাথী ফসল হিসেবে বরবটি চাষ করেছেন। বরবটি একদিন পরপর তুলে বাজারে বিক্রি করা যায়, এতে নিয়মিত আয় হচ্ছে। বর্তমানে লাউ গাছেও ভালো ঝাঁলি ধরতে শুরু করেছে, এতে ভালো ফলনের আশা করছেন তিনি। তার মতে, মাচা পদ্ধতিতে লাউ চাষ লাভজনক, কারণ এতে রোগবালাই কম হয় এবং একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায়।

বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের লাউচাষি ফকির মাহমুদ বলেন, লাউয়ের মাচা

পদ্ধতি এখন আমাদের এলাকায় অনেকেই করছেন। এ পদ্ধতিতে লাউ চাষে খরচ একটু বেশি হলেও একবার মাচা তৈরি করলে কয়েকবার ব্যবহার করা যায়। লাউ চাষে শুরুতে একটু পরিশ্রম বেশি, কিন্তু গাছ বড় হলে পরিচর্যা সহজ হয়ে যায়। এবার গরমের কারণে কিছু ফুল ঝরে গেছে, তবুও যা লাউ হচ্ছে তাতে খারাপ না। বাজারে দাম ভালো থাকায় লাভের আশা করছি।

কৃষকদের ভাষ্যমতে, মাচা পদ্ধতিতে চাষ করলে গাছ মাটির সংস্পর্শে কম থাকে, ফলে রোগবালাই ও সেচ খরচ কমে। পাশাপাশি লাউয়ের গুণগত মান ভালো হওয়ায় মেহেরপুরের উৎপাদিত লাউয়ের চাহিদা রয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়।

কৃষিপ্রধান জেলা হিসেবে পরিচিত মেহেরপুরে লাউ চাষ এখন অনেক কৃষকের আর্থিক স্বচ্ছলতার অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গত বছর জেলায় ৩১০ হেক্টর জমিতে লাউয়ের আবাদ হয়েছিল। চলতি বছরে সেই আবাদ বেড়ে ৩০ হেক্টর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪০ হেক্টরে।

এ বছর লাউ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ হাজার ২০০ টন। বাজারদর অনুকূলে থাকলে এ মৌসুমে শতকোটি টাকার লাউ বিক্রির আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধা জানান, মাচা পদ্ধতির পাশাপাশি মালচিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে লাউ চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে মাটির আর্দ্রতা দীর্ঘসময় ধরে রাখা যায়, আগাছার পরিমাণ কমে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের নিয়মিত পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে উৎসাহিত করার ফলে জেলায় লাউয়ের আবাদ বাড়ছে এবং কৃষকরাও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

সাংবাদিক হামিদুল ইসলামের মায়ের দাফন সম্পন্ন

সাংবাদিক হামিদুল ইসলামের মা রিজিয়া বেগম (৬৭) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জানা যায়, চার মাস আগে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থতা অনুভব করলে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ চিকিৎসা নেওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায়, তিনি ডায়াবেটিস, লিভার ও কিডনি সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছিল।

অবস্থার তেমন উন্নতি না হওয়ায় প্রায় এক মাস আগে তাকে বাড়িতে এনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। বাদ যোহর নামাজে জানাজা শেষে মোমিনপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মরহুমার জানাজায় অংশগ্রহণ করেন সাবেক এমপি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও এলাকাবাসী।

[redacted]

[redacted]

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

মামলার বাদি দেবাশীষ কুমার বাগচি জানান, আদালত আড়াই মাস আগে ক্রোক আদেশ দিয়েছেন। আড়াইমাস পেরিয়ে গেলেও জেলা প্রশাসন থেকে এখনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।হবে, হচ্ছে বলে শুধু দিন পার করছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, “ ক্রোক আদেশের কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ বলেন,“ক্রোকের আদেশ পাওয়ার পর সাবেক ভিসি স্যার এসি ল্যান্ড কে তদন্ত দিয়েছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদন পেয়ে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে ডিসি স্যার কে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্যার বদলি হয়ে যাওয়ায় ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে আশা করি আগামী সপ্তাহে আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারবো।”

মেহেরপুরে পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সমস্যার সমাধান করেন এবং

অন্যান্য বিষয় দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মেহেদি হাসান দিপুসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সিভিল স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শব্দ দূষণবিরোধী অভিযানে ৫ যানবাহনকে জরিমানা

জাতীয় শব্দ সচেতনতা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার পাসপোর্ট অফিসের সামনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২৫ অনুযায়ী এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত বিধি অমান্য করার প্রমাণ পাওয়া গেলে ৬(২) বিধি লঙ্ঘনের দায়ে ১৯ বিধি অনুযায়ী ৫টি যানবাহনকে মোট ৪ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে বাজার মনিটরিং অভিযান, ৩ প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

মেহেরপুরের বড়বাজারে বাজার মনিটরিং টাস্কফোর্সের অভিযান চালিয়ে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বক্তার আসনে অধিষ্ঠিত করে।

তাঁর এ সাফল্যে কলেজ পরিবারসহ বিভিন্ন মহল থেকে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ইটভাটায় অবৈধভাবে কাঠ ব্যবহার, ৩ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বারাকপুর এলাকায় অবস্থিত আলিফ ব্রিক্স নামক একটি ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভাটাটি তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারীর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে দেখা যায়, ইট প্রস্তুতের জন্য জ্বালানি হিসেবে অবৈধভাবে কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর সরাসরি লঙ্ঘন।

এ অপরাধে ভাটা কর্তৃপক্ষকে ৩ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এবং পরিবেশ রক্ষায় ভাটাটি তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জাতীয় সংকট মোকাবেলায় দীন প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই

জাতীয় সংকট মোকাবেলায় আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন হেযবুত তওহীদের শীর্ষ নেতা ইমাম হোসাইন

মোহাম্মদ সেলিম।

বুধবার (২৯ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে সংগঠনটির ঈদ পুনর্মিলনী ও কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, দরিদ্রের ওপর ধনীর বঞ্চনা এবং শাসিতের ওপর শাসকের জুলুম চলছে। পৃথিবী এক ধরনের নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে।

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সমালোচনা করে তিনি বলেন, এসব সংস্থা শান্তি, নিরাপত্তা, মানবতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশে অপরাধ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আদালতে বিপুলসংখ্যক মামলা ঝুলে আছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সামাজিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গুজব ও অপতথ্য এখন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে সহিংসতা উসকে দেওয়া হচ্ছে।

প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা করে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর বহুবার সংবিধান সংশোধন হলেও মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসেনি। নির্দিষ্ট সময় পরপর শুধু শাসক পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব পরিবর্তন ঘটছে না।

তিনি আরও বলেন, মানুষের তৈরি তন্ত্র দিয়ে প্রকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ আমলের রাজনৈতিক, বিচারিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বর্তমান সময়ে কার্যকর নয়।

দীনের শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন, কোরআনের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. নিজাম উদ্দিন, উপদেষ্টা নিয়ামুদ্দীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুফায়দাহ পন্নী, খুলনা বিভাগীয় সভাপতি তানভীর আহমেদ, আঞ্চলিক সভাপতি জসেব উদ্দিন এবং জেলা সভাপতি সাহারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শামসুজ্জামান মিলন। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস পালিত

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস পালিত হয়েছে। দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বুধবার (২৯ এপ্রিল) সকালে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের হয়ে জেলা পরিষদ পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে। পরে সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

“আর নয় শব্দদূষণ, চাই সুস্থ জীবন” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আতিকুল হক, সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আর সাইফ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, অতিরিক্ত শব্দ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও সচেতন নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন।